সাইবার হামলার আশঙ্কা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর

উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের সাইবার হামলার আশঙ্কাকে সামনে রেখে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। সার্ভার ও ডাটা সেন্টারসহ পর্যবেক্ষণে আনা হয়েছে আইসিটিসংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম।

গড়ে তোলা হয়েছে পৃথক মনিটরিং ইউনিট। বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা ব্যাংকের বুথগুলোতে নজরদারি।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকের নেয়া এসব পদক্ষেপের বিষয়টি ইতোমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়কে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

এর আগে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের সাইবার হামলার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। ওই চিঠির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যাংককে নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সাইবার হ্যাক করার চেষ্টা করছে- গোয়েন্দা সংস্থার এমন একটি রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে সর্তক করে দেয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত সব সরকারি- বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এরই মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক নিজস্বভাবে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে।

দেশের সব আন্দোলন আনসার-ভিডিপি অংশ নিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭১ এর ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন সবাইকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান, তখন আনসার-ভিডিপির সদস্যরাও মুক্তির সে সংগ্রামে অংশ নেন। শুধু তাই নয়, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রও দেন। মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) অংশ নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় টাঙ্গাইলের সফিপুরে আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে আয়োজিত আনসার-ভিডিপির ৪১তম জাতীয় সম্মেলনে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ‘মুজিববর্ষের উদ্দীপন, আনসার-ভিডিপি আছে সারাক্ষণ’-এ স্লোগানটিকে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে বাল্যবিয়ে বন্ধ ও মাদক নির্মূলসহ বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলেও এসময় উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে নির্বাচন ঠেকানোর নামে বিএনপি-জামায়াত যখন আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষ হত্যা করেছিল, রেললাইন তুলে মানুষ হত্যার চেষ্টা করেছিল, সে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। তারা তখন সফলভাবে এ অগ্নিসন্ত্রাস মোকাবিলা করেন।

সূচকের বড় উত্থানে চলছে লেনদেন

কয়েকদিন দর পতনের পর আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অপর শেয়ার বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের উত্থানের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ বুধবার লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর অর্থাৎ বেলা ১১টায় ডিএসইর সাধারণ সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৩৩ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৫৩১ পয়েন্টে অবস্থান করে। ডিএসই শরীয়াহ সূচক ১১ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ২০ পয়েন্ট বেড়ে যথাক্রমে ১২৫০ ও ২১০৬ পয়েন্টে রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে লেনদেন হয়েছে ২৩৪ কোটি ২৯ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট।

বুধবার এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ১২৯টির, কমেছে ৭৫টির এবং অপরির্বতিত রয়েছে ১০১টি কোম্পানির শেয়ার। বেলা ১১টা পর্যন্ত লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০ কোম্পানি হলো- বেক্সিমকো লিমিটেড, রবি, বেক্সিমকো ফার্মা, লংকাবাংলা, মীর আকতার, বিএটিবিসি, এনার্জিপ্যাক, সামিট পাওয়ার, বিডি ফাইন্যান্স ও লার্ফাজহোলসিম।

এর আগে সকালে লেনদেন শুরুর প্রথম ১০ মিনিটে ডিএসইর সূচক বাড়ে ৩৪ পয়েন্ট। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে সূচক আগের অবস্থান থেকে ৯ পয়েন্ট কমে যায়। এরপর সূচকের গতি ঊর্ধ্বমুখী দেখা যায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে সূচক আগের দিনের চেয়ে ৪২ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৫৪১ পয়েন্টে অবস্থান করে।

অপরদিকে লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ৮৯ পয়েন্ট বেড়ে ১৬ হাজার ৮ পয়েন্টে অবস্থান করে। এরপর সূচকের গতি ঊর্ধ্বমুখী দেখা যায়। এদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। এসময়ের ৪৪টি কোম্পানির দাম বেড়েছে, কমেছে ৪২টি কোম্পানির দর। অপরিবর্তিত রয়েছে ১৬টি কোম্পানি শেয়ারের দর।

কুয়েতে এমপি পাপুলের শাস্তি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আপিল

কুয়েতের আদালতে চার বছরের সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংসদ সদস্য শহিদ ইসলাম পাপুলসহ দোষীদের শাস্তি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা বিবেচনায় এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দেশটির আরবী দৈনিক “আল-কাবাস” এই খবর প্রকাশ করেছে।

পাপুলের অবৈধ কাজে সহায়তা করায়, ২৮ জানুয়ারি কুয়েতের ফৌজধারী আদালত দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবসহ দুই স্থানীয় নাগরিকে চার বছরের কারাদণ্ড ও ৫২ কোটি ৭৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা অর্থ জরিমানা করে।

কুয়েতে পাচারের শিকার পাঁচ বাংলাদেশির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পাপুলের বিরুদ্ধে মানবপাচার, অর্থপাচার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের শোষণের মামলা হয়। এরপর ১৭ দিন তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে কুয়েতি প্রসিকিউশন।

কুয়েতের দুই সংসদ সদস্যের সহায়তায় এবং কুয়েতি কর্মকর্তাদের সহায়তায় অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান বলে কুয়েতি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, এমপি পাপুলকে মানবপাচার, অর্থপাচার ও অবৈধ ঘুষের মামলায় গত ৬ জুন কুয়েতের নিজ বাসা থেকে আটক করা হয়।

নুরের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ২৫ ফেব্রুয়ারি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নুরসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত। আজ সোমবার এ আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বেগম ইয়াসমিন আরা।

গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) স্বপন কুমার। তিনি বলেন, আজ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু মামলার তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেননি। তাই নতুন করে দিন ধার্য করা হয়েছে।

এর আগে ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী নুরসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় ওই মামলা করেন। আসামিদের মধ্যে ধর্ষণে ‘সহায়তাকারী’ হিসেবে নুরের নাম উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুনকে মামলার প্রধান আসামি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল হিসেবে লালবাগ থানার নবাবগঞ্জ বড় মসজিদ রোডে হাসান আল মামুনের বাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ মামলায় নুর ও মামুন ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল হাসান সোহাগ, যুগ্ম আহ্বায়ক-২ মো. সাইফুল ইসলাম, সহসভাপতি মো. নাজমুল হুদা ও ঢাবি শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ হিল বাকি।

শকুন রক্ষায় বন্ধ হচ্ছে

কিটোপ্রোফেন ওষুধ উৎপাদন

দেশে শকুনের বংশ রক্ষার জন্য গবাদিপশুর ব্যথানাশক কিটোপ্রোফেন জাতীয় ওষুধের উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ওষুধের উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করে।

সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সচিব বলেন, ফার্মাসিটিক্যালস, ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় এনেছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কিটোপ্রোফেন ওষুধ বন্ধ না হলে শকুন বাঁচবে না। আর শকুন না থাকলে পুরো দেশের মধ্যে যে পরিমাণ মৃত পশু-পাখি থাকে, তাতে পরিবেশকে নষ্ট করে ও রোগজীবাণু ছড়ায়। শকুন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অন্যতম একটা উপজীব্য হিসেবে কাজ করে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, কিটোপ্রোফেন জাতীয় ওষুধ বন্ধ করে এর পরিবর্তে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মেলোক্সিক্যাম নামে একটি ওষধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। এই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব কম। এটা ব্যবহার করলে শকুন বা অন্যান্য পাখির ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না।

সুন্দরবনের বনভূমি পুড়ল আগুনে

সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জে আগুন লেগে বনের গুল্ম জাতীয় গাছপালা পুড়ে গেছে। ধানসাগর ফরেস্ট স্টেশনের শেষ সীমানায় গতকাল সোমবার বেলা ২টার দিকে আগুন লাগার এ ঘটনা ঘটে। বনকর্মী, সহ-ব্যবস্থাপনা

টিমের সদস্য ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন পুরোপুরি নিভে না গেলেও আর ছড়াবে না বলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আশ্বস্ত করেছেন। আগুনে সেখানকার ৩ দশমিক ৯৮ শতক এলাকার ঘাস, লতাপাতা, গুল্ম পুড়ে গেছে। খুলনা অঞ্চলের বন বিভাগের প্রধান বন সংরক্ষক মো. মঈনুদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে ধানসাগর টহল ফাঁড়ির কর্মী, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (সিপিসি)-এর সদস্যরা দ্রুত সেখানে যান এবং ফায়ার লাইন কাটার মাধ্যমে আগুন বনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করেন। একইসঙ্গে ফায়ার কর্মীরা সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেন।

প্রধান বন সংরক্ষক মো. মঈনুদ্দিন খান আরও বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি নিজে এবং সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. বেলায়েত হোসেন ঘটনাস্থলে যান। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

আগুনে তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে তিনি দাবি করেছেন। তবে, আগুন লাগার কারণ কী এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত তা অনুসন্ধানে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন কর্মকর্তা (এসিএফ) এনামুল হককে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এ কমিটিকে ৭ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনায় শরণখোলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

ধানসাগর স্টেশন কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম বলেন, বেলা দুইটার দিকে সিপিজে সদস্য সোলায়মান হোসেন বনের মধ্যে ধোঁয়ার কন্ডলী দেখে আমাকে ফোন করেন। পরে আমি সিপিজি সদস্য, স্থানীয় লোক ও বনরক্ষীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে স্থানীয়ভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেই। তারা এসে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে ততক্ষণে ধানসাগর স্টেশনের টহল ফাঁড়ির এক কিলোমিটার ভিতরে প্রায় ৪ শতক বনভূমি পুড়ে গেছে। তবে বড় ধরনের কোনও গাছ পোড়েনি।

আগুন লাগার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, বিড়ি সিগারেটের অব্যবহৃত অংশ থেকে আগুন লাগতে পারে। আগুন লাগার কিছুক্ষণ আগে অল্প বয়সী কয়েকটি ছেলে বনের মধ্য থেকে বের হয়েছে এমন তথ্য পেয়েছি স্থানীয়দের কাছ থেকে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে

দেখছি।

শরণখোলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা এস এম আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, বন বিভাগের মাধ্যমে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছি। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও সম্পূর্ণ নেভানো সম্ভব হয়নি। বনের গাছের পাতা পড়ে মাটিতে প্রায় দেড় থেকে দুই ফুট উঁচু পাতার স্তর তৈরি হয়েছে। যার ফলে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে উঠছে। ঝুটের কারখানায় আগুন লাগলে যা হয় তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে স্টেশন কর্মকর্তা এসএম আব্দুল ওয়াদুদ আরও বলেন, দুপুরের দিকে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল বলে শুনেছি। ধারণা করছি, তাদের ফেলা সিগারেটের অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মোহাম্মাদ বেলায়েত হোসেন বলেন, আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেছে। এখন আর কোনও সমস্যা নেই। ওই এলাকায় এখন বনরক্ষীদের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

টিকাদান নিশ্চিত করার নির্দেশ: প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে গণ টিকাদান কর্মসূচি। ভিআইপি, সম্মুখসারির কর্মীদের পাশাপাশি টিকা নিচ্ছেন সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। বাড়ছে নিবন্ধনকারীর সংখ্যা। ৪০ বছরের বেশি বয়সী ও টিকাগ্রহীতা ব্যক্তির পরিবারের টিকাদান নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশব্যাপী টিকাদান শুরুর পর টিকা নিয়ে কাটতে শুরু করেছে শঙ্কা। এত দিন যাদের মধ্যে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তারাও এখন নিবন্ধন করছেন। টিকা নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছেন। মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিকা কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবন্ধনের বয়সসীমা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৪০ বছর করার নির্দেশনা দিয়েছেন। নিবন্ধনকৃতরা যাতে টিকাদান কেন্দ্রে নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে

আসতে পারেন সে রকম ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

করোনাভাইরাসের গণ টিকাদানের দ্বিতীয় দিনে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোয় টিকাগ্রহীতাদের উপস্থিতি বেড়েছে। অনেক প্রবীণ স্বজনদের সঙ্গে এসে টিকা নিয়ে বলেছেন, প্রাণঘাতী এ ভাইরাস থেকে এখন নিরাপদ বোধ করছেন তারা। গতকাল সকাল ৮টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত টিকা দেওয়া হয়। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সম্মুখসারির কর্মীদের সঙ্গে বয়সে প্রবীণ, মুক্তিযোদ্ধাসহ কয়েকটি শ্রেণির নাগরিকরা প্রথম দিকে টিকা পাচ্ছেন। রাজধানীর হাসপাতাল ও টিকাদান কেন্দ্র ঘুরে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকা নিতে দেখা গেছে। গতকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) টিকা নিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদা, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক।

সিইসি দেশের সব ভোটারকে নিজ নিজ এলাকা থেকে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রফিকুল আলম ও কণ্ঠশিল্পী আবিদা সুলতানা বিএসএমএমইউ কেন্দ্রে টিকা নিয়েছেন। টিকা নেওয়ার পর রফিকুল আলম বলেন, ‘সরকার অত্যন্ত চমৎকার ব্যবস্থাপনায় টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি ছোটবেলা থেকে অনেক টিকা নিয়েছি। তখন তো টিকা নেওয়া অনেক কষ্টকর ছিল; ঘা হয়ে যেত, ইনফেকশন হতো। আজকে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কোনো প্রতিক্রিয়া অনুভূত হলো না। মাত্র ৩-৮ সেকেন্ড লাগে। ভয় পাওয়ার কোনো কারণই দেখছি না।’ গতকাল সংসদ ভবন টিকা কেন্দ্রে টিকা নিয়েছেন অভিনেত্রী, সংসদ সদস্য সুবর্ণা মুস্তাফা।

স্বাস্থ্য অধিদফতরসূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত টিকার জন্য নিবন্ধন করেছেন ৫ লাখ ১২ হাজার ৫ জন। গণ টিকাদান কর্মসূচির প্রথম দিন টিকা নিয়েছেন ৩১ হাজার ১৬০ জন। গতকাল দেশব্যাপী টিকা নিয়েছেন ৪৬ হাজার ৫০৯ জন। ঢাকার ৪৪ কেন্দ্রে টিকা নিয়েছেন ৭ হাজার ১৭৮ জন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে টিকা নিয়েছেন ৮৯৮, সচিবালয় ক্লিনিকে নিয়েছেন ২৫৭, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নিয়েছেন ২৩৯, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়েছেন ৩৬৯ আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন ৫০০ জন।

সম্মুখসারির কর্মী হিসেবে নিবন্ধন করে গতকাল শেখ রাসেল গ্যাসট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন ঢাকা উত্তর

সিটি করপোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা এ এস এম মামুন। তিনি বলেন, ‘৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টার দিকে টিকার জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করেছিলাম। বিকালে মোবাইলে খুদে বার্তায় টিকা কেন্দ্রের নাম ও তারিখ জানানো হয়। আজ সকালে এসে টিকা নিলাম। এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যত্নসহকারে টিকা দিয়েছেন দায়িত্বরতরা। টিকা নিয়ে অকারণ ভয়ের কিছু নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়নি।’

গণ টিকাদান কর্মসূচির প্রথম দিনেই টিকা নিয়েছেন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, ‘টিকা নেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পার হয়েছে। আমি টিকা নিয়ে ফিরে অফিস করেছি, বাসায় গিয়ে খেয়েছি। সকালে হাঁটাহাঁটি করেছি, অফিস করেছি অন্য রকম কিছু মনে হয়নি। বরং টিকা দিয়ে সাহস বেড়েছে। এ টিকায় মানুষের ক্ষতির কিছু নেই।

তাই টিকা নিয়ে নিজে সুরক্ষিত হোন, পরিবারকে সুস্থ রাখুন, দেশকে করোনামুক্ত করুন।’ ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনাভাইরাসের টিকা বাংলাদেশে দেওয়া হচ্ছে। সবাইকে এ টিকার দুটি ডোজ নিতে হবে। প্রথম ডোজ নেওয়ার চার সপ্তাহ পর ডোজ নিতে হবে। এ টিকার ৩ কোটি ডোজ পেতে সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের, যার মধ্যে ৫০ লাখ ডোজ হাতে পাওয়ার পর জেলায় জেলায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আগেই। এ ছাড়া ভারত সরকারের উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে আরও ২০ লাখ ডোজ টিকা।

বিজিবির সঙ্গে গোলাগুলিতে ২ রোহিঙ্গা নিহত

নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের সঙ্গে গোলাগুলিতে দুজন রোহিঙ্গা ইয়াবাকারবারি নিহত হয়েছেন। রবিবার দিবাগত ৪টার দিকে বান্দরবানের নাইক্ষ্যছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের গর্জনবনিয়া চাকমাপাড়া সীমান্তে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

বিজিবির দাবি, এ সময় বিজিবির দুই সদস্য আহত হয়েছেন। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে এক লাখ পিস ইয়াবা, দুটি একনলা বন্দুক, চারটি তাজা কার্তুজ ও দুটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত ইয়াবাকারবারিরা হলেন- কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং ১নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি/২ ব্লকের ফোরকান মাহমুদের ছেলে মো. জোবায়ের (২৮) ও একই এলাকার লম্বাশিয়া ২নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ডি/৩ ব্লকের হামজা মিয়ার ছেলে দীল মোহাম্মদ (২৫)।

কক্সবাজার ৩৪ বিজিবি’র সহকারি পরিচালক মো. ইয়ার হোসেন সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সীমান্তের রেজুপাড়া বিওপির সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, কিছু ইয়াবা ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ ইয়াবা নিয়ে মিয়ানমার হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে রেজুপাড়া বিওপি’র দুটি টহল দল সীমান্তে অবস্থান নেয়।

ভোররাতের দিকে ৫/৬ জনের একটিদল পাহাড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে টহল দলকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে।

টহল দল তাদের জান-মাল রক্ষার্থে পাল্টা গুলি করে। এক পর্যায়ে অজ্ঞাতনামা ইয়াবা ব্যবসায়িরা পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজন ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেন। তাদের উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতদের মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

১৮ বছর হলেই দেরি না করে ভোটার হওয়ার আহ্বান ইসির

দেশের নাগরিকদের বয়স ১৮ বছর হলেই দেরি না করে ভোটার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটার দিবসকে সামনে রেখে এ আহ্বান জানায় সংস্থাটি।

ইসির সহকারী সচিব মোশাররফ হোসেনের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, আগামী ২ মার্চ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করা হবে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে ‘বয়স যদি আঠারো হয়, ভোটার হতে দেরি নয়’। সব প্রচারপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এবার তৃতীয়বারের মতো জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করবে ইসি। ওইদিন হালানাগাদ করা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ভোটার দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি সাজাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

বর্তমানে ১৮ বছরের কম বয়সীদেরও তথ্য নিয়ে রাখছে কমিশন। বয়স ১৮ হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার হিসেবে তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে।

ভোটার হতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জন্ম সনদ, বাবা-মার এনআইডি, ক্ষেত্র বিশেষে অন্য আত্মীয়-স্বজনের এনআইডি, নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র, জমির দলিল ইত্যাদি কাগজপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করতে হয়।